ছাত্র সংবাদ

মুখপত্র ▫ SFI ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি

❑ ১ম সংখ্যা ❑ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ইং ❑ বর্ষ ৫২ তম ❑ফাল্গুন, ১৪২৭ বাংলা ❑ মূল্য : ৫ টাকা ❑ মুখ্য সম্পাদক : সন্দীপন দেব

সম্পাদকীয়

সকলের জন্য শিক্ষা ও কাজ চাই

আমাদের দেশের সকল শিশু, যুবক ও প্রৌঢ়দের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হল শিক্ষা যা নিশ্চিত করার দাবী দীর্ঘদিনের। সবার জন্য শিক্ষা বলতে গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। চীন, রাশিয়া, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া এবং পৃথিবীর প্রায়, উন্নয়নশীল দেশই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে গণশিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে।

দেশের বর্তমান বিজেপি সরকার চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক কায়দায় নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। গ্রাম ও শহর ভারতের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিভাজন এই নীতিতে তা আরো বাড়াবে। নতুন শিক্ষানীতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের শিক্ষাক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি তাকে প্রয়োগের একটি দলিল। সরকারী শিক্ষার পরিকাঠামো যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তা বিলীন করে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে চাইছে। কোভিড পরিস্থিতিতে অনলাইন ক্লাস থেকে বাদ গিয়েছে গরিব পরিবারগুলির অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা। গ্রামাঞ্চলে কম্পিউটারের অভাব ও ইন্টারনেটের সংযোগ না থাকায় বৃহৎ অংশের ছাত্রছাত্রীরা অনলাইন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি এই বিভাজনকে আগামীদিনে আরও প্রকট করবে। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়াদের উন্নতির বিষয়ে কোনও ধরনের আলোচনা করা হয়নি। নয়া শিক্ষানীতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, অন্যান্য সম্প্রদায় ও প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছিল সেই সম্পর্কেও নিরবতা বজায় রেখেছে। নয়া শিক্ষানীতিতে সংরক্ষণ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করা নিয়ে তীব্র ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় সরকারের আমলে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কমছে। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে সমস্ত দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। শিক্ষার বেসরকারিকরণের উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে শিক্ষায় আগামীদিনে বাজেট বরাদ্দ আরও কমবে। পড়াশোনার খরচ আরও বাড়বে। যার জেরে শিক্ষাঙ্গন থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হবে অনেক ছাত্রছাত্রীরা। উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা। সরকারী শিক্ষার ভবিষ্যত গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

অপরদিকে বিজেপি বছরে দু'কোটি কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের পিরিওডিকও লেবার ফোর্স সার্ভে-র রেকর্ড বলছে, দেশে বেকারত্বের হার গত ৪৫ বছরের ইতিহাসে সব থেকে বেশি। সমীক্ষা বলছে, সত্তর দশকের পরে এত বড় বেকারত্ব আর দেখেনি দেশ। এটা বলা যায় যে, বিজেপি সরকারের জমানাতে দেশের স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় বেকারত্বের পরিসংখ্যান তৈরি হয়েছে। এখন শুধু মাত্র গরীব পরিবারই বেকারত্বের শিকার হচ্ছে না। শিক্ষিত সমাজও বেকারত্বের শিকার হচ্ছে। কারণ দেশে চাকরি নেই। ভারতবর্ষে শিক্ষা ও কাজের সংকট তীব্র আকার ধারণ করছে।

দেশ তখনই জাগবে যেদিন সবার ঘরে ঘরে শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠবে। শিক্ষা শেষে সবার নিশ্চিত কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি থাকবে। তাই সকলের জন্য শিক্ষা ও কাজের গ্যারান্টি প্রদানের দাবীতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

ছাত্রদের সাহসের সাথে এগিয়ে যেতে হবে : মানিক সরকার

১৯৭০ সালের ২৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর কেরালার রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে সর্বভারতীয় সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের পতাকা সহ সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে লড়াই সংগ্রামের স্রোতধারায় এই সংগঠন এখন দেশের প্রায় সব রাজ্যের ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন লড়াই সংগ্রামের সমুজ্জ্বল উচ্চতার সোপান বেয়ে দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে শিক্ষা জন্মগত অধিকারের যে অঙ্গীকার বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল - তা ছড়িয়ে পড়েছে লাখো-কোটি মানুষের কণ্ঠে। সমানাধিকারের যে স্বপ্ন প্রথম সম্মেলনে বপন করেছিলেন তা এখনো প্রাণিত করছে গোটা দেশের ছাত্র আন্দোলনকে। যে কণ্টকাকীর্ণ সময়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল - দেশের ছাত্রসমাজ সেই আলোকবর্তিকা নিয়েই পরবর্তী পথের উত্তরণের দিশারী।

সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের সরণি বেয়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পূর্তি শহীদ পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা, প্রাক্তনী ও বর্তমান কর্মীদের পুনঃমিলন, ছাত্র মিছিল, সভা-সমাবেশ বিবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করার জন্য সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গোটা দেশের ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ও সংগঠকদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিল।

ত্রিপুরা সহ গোটা দেশের ছাত্ররা বর্তমানে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। গোটা শিক্ষা ব্যাবস্থাই বেসরকারি বণিকদের হাতে তুলে দেয়ার পরিকল্পনা চলছে। নয়া শিক্ষানীতির নামে স্পষ্টতই আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের শিক্ষাঙ্গণ থেকে বিতাড়িত করার কৌশল চালু করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আর এস এস পরিচালিত কেন্দ্রের বি জে পি সরকারের মনুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষায় জাতি-ধর্মের বেড়াজাল তৈরী করছে।অবৈজ্ঞানিক,কুসংস্কারচ্ছন্ন শিক্ষা প্রবর্তন করার অপপ্রয়াস চলছে।শুধু শিক্ষা নয় - স্বাস্থ্য,কর্মসংস্থান,শ্রমিক-কৃষক, মধ্যবিত্ত,ছোট-মাঝারি ব্যাবসা-বাণিজ্য সমস্ত ক্ষেত্রেই নামিয়ে আনা হচ্ছে অবর্ণনীয় আক্রমন। ত্রিপুরাও এই ভয়াবহ আক্রমনের শিকার। মাত্র তিন বছর আগেও যেখানে এই রাজ্যে শিক্ষাব্যাবস্থা জোয়ারে পরিণত হয়েছিল - তার আজ কঙ্কালসার চেহারা। ছাত্রসমাজ এই দুঃসহ অবস্থা থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে পারেনা। এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের রাজ্য কমিটি আহ্বান জানিয়েছিল, সংগঠনের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পূর্তির মাইলফলক ছুঁয়ে আরো বহুদূর এগোনোর শপথ গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা অঞ্চলে শাসকদলের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীরা লড়াই সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ঐতিহ্যের আলোকে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের পূর্তিতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সংগঠন প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উদযাপনে ৩০শে ডিসেম্বর আগরতলা টাউন হলে মূল অনুষ্ঠানটি হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন এসএফআই এর প্রথম রাজ্য সম্পাদক মানিক সরকার। তিনি বলেন ছাত্রসমাজ হচ্ছে ঝড়ো পাখি। ঘরে বসে কিচির মিচির করার জন্য নয়। লড়তে হবে। ঝড় তুলতে হবে। যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের জাগাতে হবে। যারা জেগে আছে তাদের উঠোনে নামিয়ে আনতে হবে। উঠোনে যারা আছে তাদের রাস্তায় নামাতে হবে। রাস্তায় যারা আছে তাদের প্রতিরোধের ব্যারিকেডে শামিল করতে হবে। তিনি আরো বলেন, যতই জটিল পরিস্থিতি আসুক না কেন এগিয়ে যেতে হবে। এ রাজ্যেও শাসকরা আক্রমণ করছে তা তাদের শক্তি না। ব্যর্থতা। আদর্শগত ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের মোকাবিলা করতে পারছে না। মানুষকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে সন্ত্রাসের পথ নিয়েছে। মানিক সরকার বলেন, সামনে আরও বড় দায়িত্ব নিতে হবে আজকের ছাত্র সমাজকে। সর্বনাশা যে নীতিতে দেশকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, তা রুখে দিতে হবে। কুঁকড়ে গেলে চলবে না। তবে প্ররোচনায় পা দেওয়া যাবেনা। দুটোর মধ্যে সমন্বয় করে জনগণকে সাথে নিয়ে এগোতে হবে।

❑ দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছাঁটাই

এস এফ আই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির তীব্র প্রতিবাদ

গত ১ ফেব্রুয়ারি পেশ করা ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেট প্রস্তাবে শিক্ষাখাতে বিপুল বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের কড়া সমালোচনা করলো এসএফআই। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি ভি পি শানু এবং সাধারণ সম্পাদক ময়ূখ বিশ্বাস মঙ্গলবার এই নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে নির্দিষ্টভাবে দেখিয়েছেন, কেন্দ্রের ঘোষণা আর বাস্তবের তফাৎ।

এসএফআই বলেছে, গোটা বছরটা মহামারীতে কেটে গেছে এবং এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি লকডাউনের মতো অবস্থায় আছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির আশা করা হয়েছিল বাজেটে। তার পরিবর্তে অর্থমন্ত্রী বাজেট ঘোষণায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দে ব্যাপক হ্রাস করেছেন। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বর্তমানেই যথেষ্ট কম, এই অবস্থায় বাজেট ঘোষণায় আরও ছেঁটে ফেলা হয়েছে বরাদ্দ। শিক্ষাখাতে বাজেটে চলতি বছরে বরাদ্দ করা হয়েছে ৯৩ হাজার ২২৪ কোটি। গত অর্থবর্ষে শিক্ষাখাতে এই বরাদ্দ ছিল ৯৯ হাজার ৩১২ কোটি টাকা। অর্থাৎ শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের ৬ শতাংশ এবার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাখাতে এখন বাজেটের মাত্র ২ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়। এই বাজেট শিক্ষাখাতে খরচ আরও কমিয়ে দেবে।

বাজেটে যে ১০০টি সৈনিক স্কুলের কথা বলা হয়েছে, তাকে একটি 'জুমলা' হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছে এসএফআই। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই স্কুলগুলি সবই বেসরকারি সংস্থা এবং এনজিও'র সঙ্গে যৌথভাবে করার কথা হয়েছে। ফলে এই ধরনের স্কুলে পড়ার খরচ ছাত্রদেরই দিতে হবে। সরকারের আরেকটি ঘোষণাকে নির্লজ্জ এবং জাতিভিত্তিক বলে কড়া সমালোচনা করেছে এসএফআই। সেটা হল আদিবাসী নিবিড় এলাকায় 'একলব্য' স্কুল তৈরি করা। মহাভারতের গল্পে তথাকথিত নিচু জাতির একলব্যকে যে আত্মত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, প্রান্তিক মানুষের থেকে সেই একইরকম আত্মত্যাগ চাইছে এই সরকার। নয়া শিক্ষানীতিতে সরকার যা বলতে চাইছে, তাতে পাহাড়ি এলাকায় এর অর্থ দাঁড়াবে যেসব স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম সেগুলি তুলে দেওয়া হবে, তার বদলে এই নয়া মডেলের বাজারমুখী স্কুল হবে।

এসএফআই বলেছে, উচ্চশিক্ষা খাতে বাজেট গতবারের মত একই থাকায় প্রকৃত অর্থে আন্তরিকতাহীন প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু নয়। সম্পদের বরাদ্দের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা না থাকায়, ডিজিটাল বৈষম্য আরও বাড়বে বলেও এসএফআই মনে করছে। ফলে প্রান্তিক অংশের ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের উল্লেখ করে এসএফআই বলেছে, যখন মহামারীর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে গেছে, সেই সময়ে কেন্দ্রীয় বাজেটে স্কুল শিক্ষা খাতে ব্যাপক কমানো হয়েছে। স্কুল শিক্ষা এবং সাক্ষরতা দপ্তরের জন্য ৫৪৮৭৩.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। যা গত দু'বছরের মধ্যে সবথেকে কম। মহামারীর জন্য ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপকভাবেই প্রভাবিত হয়েছে। ফলে স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরের তুলনায় অনেক বেশি বরাদ্দ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সরকার করেছে তার উলটোটা। প্রায় একটা বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাটাই চলে গেছে অনলাইন ব্যবস্থায়। কিন্তু হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট না থাকায় তারা স্কুল ছেড়ে দিতে পারে এমন আশঙ্কা আছে। কিন্তু বাজেটে এই সমস্যার কথা বলা হয়নি। স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি প্রকল্প ছিল সমগ্র শিক্ষা অভিযান। তারও বাজেট বরাদ্দ গতবারের থেকে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর করিয়েছে এসএফআই। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রীদের জন্য 'ন্যাশনাল স্কিম ফর ইনসেনটিভ টু গার্লস' প্রকল্পের বরাদ্দ গতবারের বাজেটের থেকে ১০০ কোটির বেশি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে প্রায় কিছুই বরাদ্দ করা হয়নি। গতবারে এই খাতে ১১০কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল মোদি সরকার। এবার তা মাত্র ১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এসএফআই এর কড়া সমালোচনা করে বলেছে, নয়া শিক্ষানীতিতে সরকার বলেছিল মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিশেষ তহবিল তৈরির কথা। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে 'ন্যাশনাল স্কিম ফর ইনসেনটিভ টু গার্লস' প্রকল্পের বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে আসলে মেয়েদের শিক্ষাকেই ব্যহত করা হচ্ছে।

অন্ধরাজের দেশে

স্নেহাশীষ রায়

মুখ বুজে আজ সইছ তুমি প্রবল অত্যাচার,
হিংসা আর সন্ত্রাসীদের নেইতো কোনো বিচার।
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হইহুল্লোড়ে নষ্ট হল শান্তি,
অন্ধকারে নির্বিচারে জনগণ আজ ক্লান্তি।
মুখ ফুটে যায়না বলা লাখো ভুলে কথা,
প্রতিবাদে আজ নামলে মাঠে পদে পদে দেয় বাধা।
একের পর এক দেশটা জুড়ে করছে বহু ভুল,
ভুলকে যদি ভুল বলে দাও তবেই চক্ষুশূল।
বকশিগঞ্জ হাটে আজ বিকোচ্ছে রেল-বিমান,
প্রতিরোধে এগিয়ে গেলে কাটবে তোমার কান।
কর্মহারা দিশেহারা সব অকথ্য এ জীবন,
কামধেনু ঐ ব্যাঙ্কটা থেকে তুলছে প্রচুর ধন।
তারাই যদি দল বেঁধে আজ উশৃংখল হয়,
পুলিশ তাদের পারেনা ছুঁতে এসমা খাওয়ার ভয়!
চোর-ডাকাত-খুনিদের আজ ধরতে পুলিশ ব্যর্থ,
নেতা-মন্ত্রী তাদের কাঁধে মেটায় ওদের স্বার্থ।
আইন-কানুন ভঙ্গ করে বেড়ায় দাপিয়ে তারা,
মন্ত্রীকাকুর হুকুম বলে যায়না তাদের ধরা।
যতই তুমি ইচ্ছে মতো ভরো তোমার জেলে,
তোমার সূর্য ডুববে দেখো কালকে বিকেলে।

দেশ

নীরব দে

যে ছেলের জোটেনি ভাত বহু দিনরাত নিরন্ন
দেশ, পারো না তুলে দিতে তাদের মুখে একটু অন্ন?
ইস, আমি যে ভুলে গেছি খানিকের জন্য।
তুমিও তো বন্দি এখন অন্ধকার ঐ কারাগারে
তোমার ছেলেরা তাই তো ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদে।
দেশ, তুমি ভেঙে গুড়িয়ে দাও কারাগারের দরজা
তোমার মুক্তিতে আরেকবার উড়ুক জয়ের ধ্বজা।

এগিয়ে যেতে হবে : মানিক সরকার

❑ *প্রথম পাতার পর*

সাহসের সাথে এগিয়ে যেতে হবে। নতুনদের সমাগম ঘটাতে হবে।

এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুলেমান আলীর সভাপতিত্বে মানিক সরকার ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. ভূপাল সিনহা এস এফ আই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব ও টিএসইউ সাধারণ সম্পাদক নেতাজী দেববর্মা। সংগঠনের প্রথম রাজ্য সভাপতি বাদল চৌধুরী সহ প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ও সভাপতিরা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে শিক্ষা সংগ্রাম আত্মত্যাগের পাঁচ দশক শীর্ষক একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। সংগঠনের প্রাক্তনী রাজ্য সম্পাদক- সভাপতি এবং প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে এবং স্বাধীনতা,গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে গিয়ে আত্মবলিদানকারী ছাত্র শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। শহীদ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শ্রদ্ধা স্মারক। উই শ্যাল ওভারকাম গানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

মাস্টারদা ঃ চিরজীবন্ত এক বিপ্লবী

সন্দীপন দেব

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বর্ণময় একটি চরিত্র "মাস্টারদা", সূর্য সেন।অঙ্কের স্কুল মাস্টার থেকে যিনি হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা। তাঁরই নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রাম বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম সূতিকাগারে পরিণত হয়েছিলো। দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য আত্মসমর্পিত মাস্টারদার নেতৃত্বে বহু তরুণ তরুণী মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিলো। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের বীরগাথা যেমন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবার নয় তেমনই মাস্টারদা ও তাঁর সহযোগীরাও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত দশটায় মাস্টারদার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অভিযান শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিলো ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও পুলিশের অস্ত্রাগার সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দখল করা। পরিকল্পনা মতো গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী পুলিশ অস্ত্রাগারের ও লোকনাথ বাউলের নেতৃত্বে আরেকটি দল সাহায্যকারী বাহিনীর অস্ত্রাগার দখল করেন।পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপ্লবীগণ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। তাঁরা রেল চলাচলও বন্ধ করে দেন।ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখার মোট ৬৫ জন বিপ্লবী এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। অভিযান শেষে বিপ্লবীগণ পুলিশ অস্ত্রাগারের সামনের খোলা মাঠে সমবেত হন এবং অভিযানের সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনকে সামরিক অভিবাদন জানান।মাস্টারদা সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও অসায়ী বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করেন।

চট্টগ্রাম প্রায় চারদিন সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ছিলো। কিন্তু খাদ্য সংকটে পড়েন বিপ্লবীগণ। তাঁরা চট্টগ্রাম শহর ত্যাগ করতে বাধ্য হন ও নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে যান,জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশ তাঁদের সন্ধান পেয়ে যায়। ২২ এপ্রিল কয়েক হাজার বৃটিশ সৈন্য বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলে।প্রায় দুই ঘন্টার প্রবল লড়াইয়ে ১২জন বিপ্লবী শহীদ হন। এঁরা হলেন- নরেশ রায়,ত্রিপুরা সেনগুপ্ত, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল,মতিলাল কানুনগো, প্রভাসচন্দ্র বল, শশাঙ্ক শেখর দত্ত,নির্মল লালা, জিতেন দাসগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত,পুলিন চন্দ্র ঘোষ এবং অর্ধেন্দু দস্তিদার। অপূর্ব সেন ও জীবন ঘোষাল পালাতে পারলেও পরে পুলিশের আক্রমণে শহীদ হন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিনেই ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা ছিলো বিপ্লবীদের। কিন্তু সেদিন ছিলো গুড ফ্রাইডে,ক্লাবও ছিলো খালি।একটি সাইনবোর্ডে লেখা ছিলো-কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ'। মাস্টারদা পরিকল্পনা বদল করে সিদ্ধান্ত নেন ১৯৩২সালের ২৩সেপ্টেম্বর ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করা হবে,নেতৃত্ব দেবেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-বাংলায় বীর যুবকের আজ অভাব নাই। বালেশ্বর থেকে জালালাবাদ, কালারপোল পর্যন্ত এদের দৃপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারে বারে বীর যুবকের রক্তে সিক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতিও যে শক্তির খেলায় মেতেছে,ইতিহাসে সে অধ্যায় আজো অলিখিত রয়ে গেছে। মেয়েদের আত্মদানে সে অধ্যায় রচিত হোক এই-ই আমি চাই।ইংরেজ জানুক,বিশ্বজগৎ জানুক, এদেশের মেয়েরাও মুক্তিযুদ্ধে পেছনে নেই'।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মাস্টারদার নির্দেশে ২৩সেপ্টেম্বর রাতে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন।বহু ইংরেজ এই আক্রমণে হতাহত হয়েছিলো।পুলিশের গুলিতে আহত প্রীতিলতা শারীরিক অত্যাচারিত হবার আশঙ্কায় পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম বিপ্লবী নারী শহীদ। তাঁর আত্মাহুতির পর মাস্টারদা নিজের ডায়েরিতে লেখেন-পনের দিন আগে যে নিখুঁত পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ,অন্য হাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলাম,

তার কথাই আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে।তার স্মৃতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠছে।

তিনি আরো লিখেছেন - যাকে নিজ হাতে বীর সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম,নিশ্চিত মৃত্যুর কোল ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়ে এসেছিলাম,তার স্মৃতি যে আজ পনের দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত ভুলতে পারলাম না।সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, "তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম।তোর দাদা তো তোকে আর জীবনে কোনদিন সাজাবে না" তখন প্রতিমা একটু হেসেছিলো।কি করুণ সে হাসিটুকু ! কত আনন্দের, কত বিষাদের,কত অভিমানের কথাই তার মধ্যে ছিলো'।

ইংরেজ প্রশাসন সূর্য সেনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দেবার বিনিময়ে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। সেই সময়ে গৈরলা গ্রামে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে আত্মগোপনে ছিলেন সূর্য সেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি রাতে কল্পনা দত্ত,শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত, ব্রজেন সেন এবং সুশীল দাসগুপ্তকে নিয়ে মাস্টারদা গোপন বৈঠকে বসেন।ব্রজেন সেনের ভাই নেত্র সেন এই খবর পুলিশকে জানিয়ে দেয়। রাত প্রায় দশটায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী পুরো বাড়িটি ঘিরে ফেলে।গুলি বিনিময় করতে করতে অন্যরা পালিয়ে যেতে পারলেও অস্ত্র সহ ধরা পড়েন মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ মাস্টারদার নিজ হাতে লেখা অর্ধসমাপ্ত আত্মজীবনী "বিজয়া" বাজেয়াপ্ত করে। বিচারের সময়ে "বিজয়া"র বিষয়বস্তু ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি রাতে সূর্য সেন ও ব্রজেন সেনকে প্রথমে জেলা গোয়েন্দা সদর দপ্তরে ও পরে আদালতে পেশ করে চট্টগ্রাম জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

সূর্য সেন গ্রেপ্তার হবার পর তারকেশ্বর দস্তিদার বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৩৩সালের মে মাসে আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামে পুলিশের সাথে সংঘর্ষের সময়ে তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত গ্রেফতার হন।

সূর্য সেন,তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তকে বিচারের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৪ আগস্ট এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে প্রাণদণ্ড এবং কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁরা তিনজনই দন্ডাদেশ শুনে অকুতোভয়ে বিপ্লবাত্মক শ্লোগান দিতে থাকেন।

জেলে মাস্টারদার লেখা বিভিন্ন চিঠি একজন কয়েদি ঝাড়ুদার ময়লা ফেলার টুকরিতে করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বন্দী বিপ্লবীদের দিয়ে আসতো। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে মাস্টারদা পেন্সিলে লিখে একটা চিঠি পাঠান আটক বিপ্লবী কালীকিঙ্কর দে'র কাছে। তাতে তিনি লিখেছিলেন-আমার শেষ বাণী-আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। এই তো সাধনার সময়। বন্ধুরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার এইতো সময়। ফেলে আসা দিনগুলোকে স্মরণ করার এই তো সময়। কত মধুর তোমাদের স্মৃতি। তোমরা আমার ভাইবোনেরা,তোমাদের মধুর স্মৃতি বৈচিত্র্যহীন আমার এই জীবনের একঘেঁয়েমিকে ভেঙ্গে দেয়। উৎসাহ দেয় আমাকে। এই সুন্দর পরম মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য দিয়ে গেলাম স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। আমার জীবনের এক শুভ মুহূর্তে এই স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। জীবনভর উৎসাহভরে ও অক্লান্তভাবে পাগলের মতো সেই স্বপ্নের পেছনে আমি ছুটেছি। জানিনা কোথায় আজ আমাকে থেমে যেতে হচ্ছে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে মৃত্যুর হিমশীতল হাত আমার মতো তোমাদের স্পর্শ করলে তোমরাও তোমাদের অনুগামীদের হাতে এই ভার তুলে দেবে,আজ আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার বন্ধুরা- এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো,কখনো পিছিয়ে যেওনা। পরাধীনতার অন্ধকার দূরে সরে যাচ্ছে। ওই দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার নবারুণ। কখনো হতাশ হয়োনা। সাফল্য আমাদের হবেই। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম ইস্টার বিদ্রোহের কথা কোনোদিনই ভুলে যেওনা। জালালাবাদ, জুলখা,চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সব সময় মনে রেখো। ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে যেসব দেশপ্রেমিক জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের নাম রক্তাক্ষরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লিখে রেখো।

আমাদের সংগঠনে বিভেদ না আসে - এই আমার একান্ত আবেদন।যারা কারাগারের ভেতরে ও বাইরে রয়েছে, তাদের সকলকে জানাই আমার আশীর্বাদ। বিদায় নিলাম তোমাদের কাছ থেকে।বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। বন্দেমাতরম'।

১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি মধ্যরাতে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়। ফাঁসির আগের মুহূর্তেও দুই বিপ্লবীর ওপর অকথ্য অথ্যাচার করা হয়। হাতুড়ি দিয়ে দাঁত ও হাড় ভেঙে দেওয়া হয়, হাত পায়ের সমস্ত নখ উপড়ে নেওয়া হয়। দুজনে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।অর্ধমৃত দেহ দুটি নিষ্ঠুর ভাবে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। লাশগুলি পরিবার পরিজনদের দেওয়া হয়নি,ট্রাকে করে স্টীমার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ব্রিটিশ ক্রুজারে তুলে নিয়ে বুকে লোহার টুকরো বেঁধে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সংলগ্ন এক জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীর যোদ্ধাগণ যে দুর্দমনীয় লড়াই করেছেন তা ইতিহাসের এক গৌরবোজ্বল অধ্যায়। যা পরবর্তী আরো বহুকাল লড়াকু মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।

সময়োপযোগী সংগঠন ও ব্যাপকভিত্তিক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

দেশ ও রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্র ভয়ঙ্কর আক্রমণ সম্মুখীন। এই পরিস্থিতিতে দুর্বার লড়াইয়ের জন্য শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী জনগণের সাথে সংগঠনের জীবন্ত সম্পর্ক থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা ও ছাত্রস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জরুরী ও মৌলিক দাবী নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার উপযোগী সংগঠন তৈরী করতে হবে। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সাব্রুম, অমরপুর, উদয়পুর, শান্তিরবাজার ও কৈলাসহর বিভাগীয় সম্মেলন থেকে এই দৃঢ় আহ্বান জানানো হয়েছে।

সাব্রুম- গত ১৩ই ডিসেম্বর সিআইটিইউ সাব্রুম বিভাগীয় দপ্তরে কমরেড রীতা কর মজুমদার মঞ্চে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ২০তম সাব্রুম বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সাব্রুম বিভাগীয় সভাপতি প্রিতম মল্ল। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব, সভাপতি সুলেমান আলী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিশ্বজিত চক্রবর্তী, বিভাগীয় সম্পাদক সুপ্রকাশ গোস্বামী ও সভাপতি প্রিতম মল্ল, প্রাক্তন ছাত্রনেতৃত্ব সুভাষ নাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সম্মেলনের সভাপতিমন্ডলীতে ছিলেন প্রিতম মল্ল ও প্রশান্ত লস্কর। ৮২ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনকে উদ্বোধন করে আলোচনা করেন রাজ্য সভাপতি সুলেমান আলী। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্যের কলেজ গুলিতে নির্বাচিত ছাত্রসংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক সন্ত্রাস ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যক্ষ করেছে। এই নৈরাজ্য চলতে দেওয়া যায় না। ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করতে হবে। প্রতিবাদে রাস্তায় নামাতে হবে।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে পেশ করেন বিভাগীয় সম্পাদক সুপ্রকাশ গোস্বামী।প্রতিবেদনের উপর ৮ জন প্রতিনিধি গঠনমূলক আলোচনা করেন। সম্মেলনে ২ টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। আলোচনা করেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিশ্বজিত চক্রবর্তী। রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে সংসদে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করেনি। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শাসকগোষ্ঠী বণিকদের হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করছে। আরএসএসের দৃষ্টিভঙ্গি সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে চাপিয়ে দিতে চাইছে। শিক্ষানীতি প্রণয়নের পূর্বেই ত্রিপুরায় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের নীল নকশা তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিনে এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে আরো ভয়ঙ্কর ধরনের আক্রমণ নেমে আসবে। রাস্তায় নেমে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যাপক অংশের ছাত্রছাত্রীদের লড়াই সংগ্রামের ময়দানে সমবেত করার দায়িত্ব সংগঠকদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা পালন করতে হবে। এই কাজে ভূমিকা নিতে সক্ষম ও শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

সম্মেলন থেকে ৩৩ জনকে নিয়ে নতুন বিভাগীয় কমিটি গঠিত হয়। ১৩ জনকে নিয়ে সম্পাদকমন্ডলী গঠিত হয়। নতুন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয় যথাক্রমে প্রীতম মল্ল ও সুপ্রকাশ গোস্বামী।

অমরপুর- গত ২৬শে ডিসেম্বর অমরপুর দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন অমরপুর বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৭টি অঞ্চল থেকে ৬৯ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ছাত্র নেতা শিমুল চক্রবর্তী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে পেশ করেন বিভাগীয় সম্পাদক রণজিৎ রুদ্র পাল। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ৭ জন প্রতিনিধি। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রবীর দাস ছাত্রদের ওপর নেমে আসা আক্রমণ মোকাবিলা করতে সময়োপযোগী সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন নতুন ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ২৩ জনের বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। সম্পাদক এবং সভাপতি পুনঃনির্বাচিত হন যথাক্রমে রণজিৎ রুদ্র পাল ও শফিক মিঞা।

উদয়পুর- ১০ জানুয়ারী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মহকুমা অফিসে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সপ্তদশ উদয়পুর বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সভাপতি সুলেমান আলী। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব, সভাপতি সুলেমান আলী, বিভাগীয় সম্পাদক প্রবীর দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিভাগের ১৫টি অঞ্চল থেকে ১২২ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুলেমান আলী। উদ্বোধনী আলোচনায় রাজ্য সভাপতি

❑ *চতুর্থ পাতায় দেখুন*

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ তে অন্তর্নিহিত বি জে পি - আর এস এস'র ধ্বংসাত্মক নীতিমালা প্রসঙ্গে—

শিবশঙ্কর সাহা

যে বৈশিষ্ট্যটি মানুষকে পৃথিবীর অন্য সমস্ত প্রানীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে, সেটি হচ্ছে মানুষের জ্ঞান বা বুদ্ধি।

এই জ্ঞান বা বুদ্ধি সমৃদ্ধ হয় "শিক্ষা"র মাধ্যমে।

তাই কোন দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি সাধন। এই উন্নতি বলতে মূলত যা বোঝায় তা হল- শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলা, যাতে করে সমাজের সকল স্তরের মানুষ এই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগকে উপভোগ করতে পারে, চাহিদার সাথে সাজুয্য রেখে শিক্ষাঙ্গনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, দেশের নানা প্রান্তের বৈচিত্রতার সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে তৈরি করা, জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা, যুক্তিবাদী-বৈজ্ঞানিক ও সমাজ চেতনা বিকাশে সহায়ক পরিবেশ শিক্ষাক্ষেত্রে গড়ে তোলা ইত্যাদি।

কিন্তু, যেহেতু আমাদের সমাজ বর্তমানে শোষক ও শোষিত - এই দুটি শ্রেনীতে বিভক্ত, তাই শোষক বা শাসক শ্রেনী সমাজে তাদের নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রকে ব্যবহার করে। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসক নিজেদের শোষণের রাজত্ব কায়েম রাখার তাগিদে, স্বল্প বেতনে কর্মচারী নিয়োগের জন্য নুন্যতম যতটুকু শিক্ষার প্রসার ঘটানোর প্রয়োজনবোধ করেছিল সেটুকুই করেছিল।

বহু লড়াই, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার পর যখন সংবিধান প্রবর্তন হয় তখন শিক্ষাকে সার্বজনীন করার কথা বলা হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্দেশিকা গ্রহণের প্রশ্নে শিক্ষাকে রাজ্যের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনীর মাধ্যমে শিক্ষাকে রাজ্য তালিকা থেকে যৌথ তালিকায় স্থানান্তর করা হয়)। ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীকতা, সমাজতান্ত্রিকতা ও সৌভাতৃত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সংবিধানের প্রস্তাবনাতে স্থান দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেশ পরিচালনায় রাষ্ট্রের চরিত্র নির্দিষ্ট করা হয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও সংবিধান প্রদত্ত মূল্যবোধগুলির প্রতিফলন ঘটেছিল। যদিও সর্বক্ষেত্রে এগুলির সঠিক বাস্তবায়নের প্রশ্নে সরকারের ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল। এই ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করতে বাধ্য করা কিংবা সরকারের ভুল নীতিগুলিকে প্রতিহত করতে যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশের সর্ববৃহৎ প্রগতিশীল এবং বামপন্থী ছাত্র সংগঠন হিসেবে SFIএর লড়াই, সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

স্বাধীন ভারতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি' রুপে এ অব্দি মোট ৩টি শিক্ষানীতি প্রনয়ণ হয়। ১৯৬৮ সালে - ১৯৮৬ সালে (১৯৯২ এ সংশোধন করা হয়) এবং সর্বশেষ ২০২০ সালে। এর আগে ১৯৪৮ - ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন এবং পরবর্তীতে ১৯৫২ - ১৯৫৩ সালে উচ্চ শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল।

বিগত শিক্ষানীতিগুলির সাথে সদ্য পাশ হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর মৌলিকভাবেই কিছু ফারাক রয়েছে, এবং এই ফারাকটা বোঝা অত্যন্ত জরুরী। মৌলিক ফারাক এই কারণে, যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে একসুত্রে গেঁথে রাখার জন্য সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তরাষ্ট্রীকতাকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই সাংবিধানিক নির্দেশিকা অনুযায়ীই দেশের নানা নীতিমালা গ্রহনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। অথচ উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি আর.এস.এস-এর রাজনৈতিক মুখ বিজেপি ২০১৪ সালে কেন্দ্রের সরকারে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে যেভাবে দেশের সাংবিধানিক মূল্যবোধকে ধূলিসাৎ করে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০২০-এ তাদের সেই প্রচেষ্টাই আরও খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু বিজেপি নীতিগতভাবেই উগ্রসাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং পুজিবাদীদের প্রত্যক্ষ তোষণকারী; এই উভয় শক্তি একইসাথে হাত ধরাধরি করে চলে এবং এরা দেশের সাংবিধানিক মূল্যবোধের শেকড়কে উপরে ফেলে দিয়ে চায়। এরজন্য তারা মূল আঘাতটি নামিয়ে এনেছে শ্রেণিকক্ষের উপর।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০- কে যেভাবে রঙিন কথার মোড়কে পেশ করা হয়েছে, তা প্রাথমিক দৃষ্টিতে দেখে অনেকেই মনে করছেন বেশ ভালো একটি শিক্ষানীতি চালু হল বলে। এটিকে কেন এস.এফ.আই সহ সকল বামপন্থীরা বিরোধিতা করছে! আসলে কিছুটা বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে আদৌতে এই শিক্ষানীতি দেশের ভবিষ্যতের জন্য কতটা ধ্বংসাত্মক এবং সকল অংশের মানুষের এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া দরকার।

সংবিধান স্বীকৃত দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত হেনেছে :—

❑ বিজেপি কেন্দ্রের সরকারে আসার পরই শিক্ষানীতিতে ব্যাপক রদবদল আনার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব টি.আর.এস সুব্রমনিয়ম-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় যার সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১৭ সালে প্রাক্তন ইসরো চেয়ারম্যান কে. কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে তার উপর শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। উক্ত কমিটি ২০১৯ সালের মে মাসে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে 'খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯' জমা দেয়। এই খসড়া নীতিই সরকার সংক্ষিপ্ত আকারে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০' নামে ঘোষণা করেছে।

এখন কথা হচ্ছে, দীর্ঘ ৩ দশক পর একটি শিক্ষানীতি দেশে চালু হচ্ছে অথচ শিক্ষানীতির মত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পলিসিকে সরকার এমন একটা সময় বিল আকারে আনল যখন গোটা দেশ কোভিড-১৯ এর আক্রমণে জর্জরিত। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। "শিক্ষা" সংবিধানে যৌথ তালিকাভুক্ত থাকা সত্বেও রাজ্য সরকারগুলির সাথে বিস্তৃত কোন আলোচনা ছাড়াই একতরফাভাবে এই বিল আনা হয়। শিক্ষার সাথে জড়িত কোন স্টেকহোল্ডারদের কোন পরামর্শ পর্যন্ত গ্রাহ্য করেনি তারা। সরকার এতে করে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রবল আঘাত হানল।

❑ শিক্ষার কেন্দ্রীকরণঃ

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, শিক্ষা যৌথ তালিকায় থাকা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সরকার গুলির সাথে কোন বিস্তৃত আলোচনা করেনি। বিল আনার পর মতামত জানানোর জন্য মাত্র ২ মাস সময় দেওয়া হয়। এতে রাজ্য সরকার, বহু শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী সহ নানা ছাত্র সংগঠন মিলে প্রায় ৬৫ হাজার পরামর্শ ও বিরোধ পত্র জমা পড়ে। আশ্চর্য্যের বিষয় এর বিশেষ কোন প্রতিফলন শিক্ষানীতিতে ঘটায়নি। এতে করে সরকারের ফ্যাসিবাদী কেন্দ্রীকরণ মুখ দেশবাসীর সামনে আবারো উন্মোচিত হয়েছে।

প্রাকপ্রাথমিক থেকে শুরু করে গবেষণা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই শিক্ষাকে কেন্দ্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার মধ্যে আনা হয়েছে। পঠন, পাঠ্যক্রম, গবেষণা, মূল্যায়ন, পড়ুয়া ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ প্রতিটি ক্ষেত্রকে স্ব-শাসিত নির্বাচিত সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার বদলে সমস্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্রের হাতে কুক্ষিগত করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অনেকগুলি নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা তৈরি করে তার উপর অধিক ক্ষমতাশালী সংস্থা তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সয়ং প্রধানমন্ত্রী হবেন এই সকল সংস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রকে দূরে রাখতে শিক্ষাক্ষেত্রের স্বাধীন চরিত্র বজায় রাখাটা জরুরী। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ কে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ তথা উগ্র হিন্দুত্ববাদের বীজ বপনের উদ্যেশ্য নিয়েই শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করেছে।

❑ শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণঃ

গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিজেপি তার আদর্শগত গুরু আর.এস.এস-এর ভাবধারা শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িক রং-এ মুড়ে ফেলার দীর্ঘদিনের সুপ্ত বাসনা আজ প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে গোটা শিক্ষানীতির দলিলে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই। দেশের সংবিধান স্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারাকে অস্বীকার করে এই শিক্ষানীতি সংবিধানকেই চ্যালেঞ্জ করল যাদের দেশ বিরোধী নীতি বললে অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয়না।

শিক্ষাক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রনকারী নানা কমিটিতে সিভিল সার্ভিস অর্গানাইজেশন ও সমাজ কর্মীদের যুক্ত করার সংস্থান রাখা হয়েছে। খুব সম্ভাব্য এর মাধ্যমে আইনের ফাক রেখে আর.এস. এস তথা হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা সম্পন্ন লোকেদের এসকল কমিটিতে অনুপ্রবেশ ঘটানো হবে।

শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ত্রি-ভাষা সুত্রের মাধ্যমে হিন্দী ও সংস্কৃত চাপিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ভাষার বৈচিত্রে ভরা এই দেশে হিন্দী আগ্রাসনের পূর্ব উদ্যেশ্যকেই আরোও পাকাপোক্ত করে মাটিতে নামানো হবে। অ-হিন্দীভাষী অঞ্চলে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে এর ব্যপক বিরুপ প্রভাব পড়বে।

শিক্ষানীতিতে বেসরকারী বিদ্যালয়কে সারাদেশে ক্যাম্পাস খোলার বিধিনিষেধ অনেকটাই শিথিল করা হয়েছে এতে RSS পরিচালিত স্কুলগুলি গোটা দেশে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়বে।

উক্ত উল্লেখিত বিষয়গুলি থেকে স্পষ্টতই ধারণা করা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে RSS-এর আদর্শ ইঞ্জেক্ট করার মধ্যদিয়ে শিক্ষার প্রারম্ভিক কাল থেকেই শিশুমনে ধর্মীয় বিদ্বেষ, ধর্মীয় কুসংস্কারের বীজ বপন করা হবে। এতে করে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মননে চিন্তনে ভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সম্প্রীতির মনোভাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা হবে, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান চেতনার বিকাশে ব্যঘাত ঘটবে। কেও ভাবুক, চিন্তা করুক, বিচার বিশ্লেষণ করুক ধর্মের ধ্বজাধারীরা এটা চায়না। তারা চায় চিন্তাহীন চেতনাহীন সমাজ গড়ে উঠুক। এতেই ধর্ম ব্যবসায়ীরা সমাজে তাদের হাজারো বছর পুরোনো দিনগুলিকে ফিরে পাবে। বিরোধ প্রতিবাদহীন শোষণের শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে।

❑ শিক্ষার বানিজ্যিকীকরণঃ

গোটা শিক্ষানীতি জুড়ে নানা মনোমুগ্ধকর প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা বেশ শ্রুতিমধুর মনে হলেও আদৌতে এসবক্ষেত্রে অর্থের যোগান কীভাবে হবে এর নির্দিষ্টভাবে কোন উল্লেখ নেই। শিক্ষানীতিকে জনমুখী হিসেবে দেখাতে বলা হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপি"র ৬ শতাংশ খরচ করা হবে। ১৯৬৮ সালে কৌঠারি কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে লাগুকরা শিক্ষানীতিতে একই কথার উল্লেখ থাকলেও এখনো অব্দি কোন সরকার ৬. খরচ করেনি। বরং, ১৯৮৬ সালে লাগুকরা জাতীয় শিক্ষানীতিকে ১৯৯২ সালে সংশোধনীর মধ্যদিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রের, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষাকে বেসরকারীকরণের যেই সুত্রপাত ঘটেছিল ক্রমশ তার ক্ষেত্রটি স্ফীত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০২০ শিক্ষাক্ষেত্রে কর্পোরেটদের অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিতে বাদবাকি লাগাম টুকুও প্রায় তুলে দিয়েছে।

প্রাকপ্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পাব্লিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ(পিপিপি) মডেল, প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টের কথা বলা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দেশের সর্বত্র ক্যাম্পাস খোলার বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছে। গোটা শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করার ব্যবস্থা করলেও অর্থনৈতিক দিকটিকে স্ব স্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর ছেড়ে দিতে চাইছে। এতে করে শিশু অবস্থা থেকেই শিক্ষার্থীদেরকে পড়াশোনার জন্য অর্থের বোঝা বইতে হবে। শিক্ষাকে বেসরকারি হাতে তুলে দিয়ে শিক্ষা বিক্রির মাধ্যমে পুঁজিপতিদের মুনাফার পাহাড়কে পর্বতে পরিনত করতে কেন্দ্র একপ্রকার খোলাখুলি ছাড়পত্র দিয়ে দিল।

শিক্ষানীতির দলিলে সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হলেও এতে সংবিধান প্রদত্ত 'Right To Education'-এর কোন উল্লেখ নেই। এর ফলে ধীরে ধীরে 'অর্থ যার শিক্ষা তার' - এই ব্যবস্থাই চালু হবে। গরীব, নিম্ন নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। বিনামূল্যে সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ ক্রমশ বিলুপ্ত হবে।

শিক্ষানীতির দলিলে 'সংরক্ষণ'-এর মত অতি গুরুত্বপূর্ণ পলিসির কোন উল্লেখ নেই। এর ফলে সমাজে পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষদের জন্য শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ আরোও সংকুচিত হবে।

বহিঃদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এদেশে ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি প্রদান করেছে এই শিক্ষানীতি। ফলে বাইরের দেশের শিক্ষা ব্যবসায়ীরা এদের মুনাফার ঘোড়া এদেশেও সগর্বে ছোটাবে।

অনলাইন পড়াশোনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অথচ দেশের একটা বিরাট অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণই নেই। এই অনলাইন মাধ্যম শিক্ষা ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়াবে, অন্যদিকে গরীব অংশের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষার গন্ডি থেকে দূরে ঠেলে দেবে।

উক্ত বিষয়াদি থেকে স্পষ্ট, এই শিক্ষানীতি চালু হলে এদেশে শিক্ষা গ্রহণ 'অধিকার' হিসেবে নয়, 'প্রিভিলেজ' হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, থাকবেনা কোন সার্বজনীন ও বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ, থাকবেনা সমাজে পিছিয়ে পড়াদের জন্য সামাজিক ন্যায় ব্যবস্থা। ফলে শিক্ষা হবে একটি বিশেষ শ্রেণির উপভোগ্য বিষয়। এদেশে নবজাগরণের প্রতিভূ রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, জোতিবা ফুলে, রবীন্দ্রনাথরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে এই শিক্ষানীতি।

❑ শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণ ও শিক্ষা বৃত্তের সংকোচনঃ

স্কুল শিক্ষার পুরোনো ধরন পালটে 5+3+3+4 করার কথা বলা হয়েছে। এর পেছনে সুনির্দিষ্ট যুক্তিস্বরুপ কোন কারণ দর্শানো হয়নি। তবে, বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে, এই নয়া ধরনকে সরকার শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বেসরকারীকরণের ফর্মূলা হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি এটিকে শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণ করতে ব্যবহার করবে। বলা হয়েছে, ষষ্ঠ শ্রেনী থেকেই শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তিমূখী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে 50% পড়ুয়াকে বৃত্তিমূখী শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই বৃত্তিমূখী শিক্ষা বলতে মূলত এতে- ইলেকট্রনিকস, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কামার, কুমোরের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হবে। সরকারের লক্ষ্য স্পষ্ট, জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের খেটে খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হবে। এতে করে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাবে- এক, সরকার কর্মসংস্থানের দায়ভার নিজের হাত থেকে তুলে নেবে। দুই, কর্পোরেটদের কারখানার জন্য সস্তায় শ্রমিক তৈরি করা যাবে।

বিষয় ভিত্তিক বিভাগ না রেখে লিবারেল, হলিস্টিক ও মাল্টিডিসিপ্লিনারি এডুকেশনের মত মুখরোচক নাম দিয়ে কলা, বিজ্ঞান, বানিজ্য সব বিষয় এক করে দিচ্ছে। এতে করে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে সুসংহত জ্ঞান অর্জনে দারুন ভাবে ব্যঘাত ঘটবে। ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের গভীরে বিচরণ করার সুযোগ সংকোচিত হবে।

স্নাতক স্তরে ৩ বছরের কোর্সকে ১ বছর বাড়িয়ে ৪ বছর করা হয়েছে এবং মাল্টিপল এক্সিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে সম্পুর্ন কোর্স শেষ না করে অন্তর্বর্তীকালীন যেকোন সময় শিক্ষার্থীরা কোর্স ছেড়ে দিতে চাইলে সেই মোতাবেক সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এতে করে শিক্ষার্থীরা মাঝপথেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে চাইবে, বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছেলেমেয়েরা ৪ বছর পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হবে। অন্যদিকে মাঝপথে যারা সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে যাবে তাদের সেই যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবেনা। কারণ, যারা সম্পুর্ন কোর্স শেষ করবে তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকবেনা। ফলে তাদের বেকারত্বের জ্বালা সইতে হবে অন্যথায় স্বল্প বেতনের কাজ জুটবে।

গবেষণার ক্ষেত্রকেও সংকোচিত করা হয়েছে। সারা দেশে বিপুল পরিমান গবেষণার আসন খালি পড়ে থাকলেও ঐ আসনগুলিকে পূরণ করার ক্ষেত্রে এই শিক্ষানীতি কোন দিশা দেখাতে পারেনি। উপরন্তু, এম. ফিল কোর্স পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয়েছে। এতে করে ভারতে 'গবেষণা শুন্য' শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করার দিকে এগোচ্ছে।

❑ শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকছেনা ঃ

সারা দেশের প্রায় ৯৫ ভাগ শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেই। প্রায়শই এমন ঘটনা ঘটে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে নানান সমস্যা, নানা অত্যাচারের সম্মুখীন হয়। সেই সমস্যা সমাধান করা, নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ শিক্ষার্থীরা পায়না। সমস্ত ক্যাম্পাসে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ গঠনের দাবীতে এস.এফ.আই দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

সবমিলিয়ে, গোটা শিক্ষানীতিটি দেশের সাংবিধানিক মূল্যবোধ বিরোধী, দেশের আগামী প্রজন্মকে সব দিক দিয়ে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাওয়ার দলিল। অথচ, এই শিক্ষানীতি পাশ হওয়ার পর আর এস এস তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, যে এই শিক্ষানীতি তাদের চাহিদা ও এজেন্ডার ৬০% পূরণ করবে। বহু পুঁজিপতি এই শিক্ষানীতির প্রশংসা করেছে। এতে বুঝাই যায়, আদৌতে এই শিক্ষানীতিতে লাভবান কে হবে।

স্বভাবতই, দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, দেশের সংবিধান মানেন এমন সকল অংশের মানুষদের এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াটা নাগরিক দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। দেশের সবচেয়ে বড় প্রগতিশীল ও বামপন্থী ছাত্র সংগঠন হিসেবে আমরা এস এফ আই এই দায়বদ্ধতা এড়াতে পারিনা। ফলে প্রাথমিক কাজ হিসেবে এই শিক্ষানীতির আসল হিডেন এজেন্ডা সম্পর্কে জানতে হবে। পাশাপাশি এর ধ্বংসাত্মক রুপটিকে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ব্যপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং সমস্ত অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের এই সংগ্রামে সামিল করতে হবে। শিক্ষার উপর শাসকের আক্রমণের বর্ষাফলক যখন আরোও তীক্ষ্ণ ও তীব্রতর, তাই এই আক্রমণকে মোকাবিলা করেই আমাদের মূল লক্ষ্য স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াইকে তেজী করতে হবে।

আন্দোলনরত চাকরিচ্যুত ১০,৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকার গণঅবস্থানের উপর বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজপথে সোচ্চার জে এফ এম ই

গত ২৭ শে জানুয়ারি আগরতলা ভীত বিহ্বল হয়ে প্রত্যক্ষ করলো প্রশাসনিক হিংস্রতা, বলদর্পী, বর্বরতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, নিরস্ত্র মানুষের উপর সরকারের সহিংস আস্ফালন। ত্রিপুরার মানুষ কোন কালেই এমন অমানবিকতা, পাশবিকতা ও নির্যাতন দেখেনি। আগের দিন সারা দেশে ৭২ তম সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয়েছে। পরদিনই আগরতলায় সাধারণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করল ত্রিপুরা সরকার। ভয়ংকর শীতের অন্ধকার ভোরে জবুথবু নিদ্রিত শিশু এবং তাদের শিক্ষক পিতামাতাদের বিছানাপত্র, পোষাক আসাক কেড়ে নেওয়া হল। আদিম হিংস্রতায়, তাৎক্ষণিক ঘোষণায় বন্য উল্লাসে প্রশিক্ষিত আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েই ক্ষান্ত হয়নি, ভীত ধাবমান শিশুনারীদের নিষ্ঠুর থাবায় ধরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে অপেক্ষারত কয়েদী গাড়িতে। প্রাতঃকৃত্যরত মহিলাদেরও অন্তর্বাস পরিহিত অবস্থায় টেনে হিঁচড়ে বের করে এনেছে প্রকাশ্যে, যেন কুরুসভায় দুঃশাসন বেইজ্জত করছিল দ্রৌপদীকে। পাশবিক উন্মত্ততায় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল মাথার উপরের অস্থায়ী পলিথিনের ছাউনি, ছিঁড়ে ফেলা হল কুয়াশারোধক পলকা পাতলা পলিথিনের ঘেরাটোপ। লুট করা হল তৈজসপত্র, চালডাল আনাজপাতি। এমনকি সহানুভূতিশীল বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের স্বেচ্ছাদানে সংগৃহিত অর্থ সহ দানবাক্সও। বাধাদানের ক্ষীণতম চেষ্টা দমন করা হল বেধড়ক লাঠিচার্জে। উন্মত্ত জিঘাংসায় রাজপথে ফেলে পেটানো হল শীতার্ত নিদ্রাতুর নারীপুরুষকে। না, কোন নারীপুলিশ ছিল না, উর্দিধারী বীরপুঙ্গবরাই অবলীলায় নারীদের আহত করেছে, শ্লীলতাহানি করেছে।

কারা ছিলেন প্যারাডাইস চৌমুহনীর সিটি সেন্টারের সামনের ফুটপাতে গড়ে তোলা নড়বড়ে ছাউনিতে? ওঁরা ছিলেন ছাঁটাই শিক্ষক, গত দশ মাস ধরে রুটি রুজি হারা। '১০,৩২৩' নামে যাঁদের একডাকে চেনে ত্রিপুরার আমজনতা, সারা দেশের মানুষ। আইনের মারপ্যাঁচে ফেলে ওদের চাকরিচ্যুত করা হলো অথই সাগরে ছুঁড়ে ফেলার মত। ইতোমধ্যে ওদের ৮৪ জন মারা গেছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নয়তো আত্মহত্যা করে। দুর্বিসহ জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ওঁরা বারবার ছুটে গেছেন কর্তৃপক্ষের কাছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের দরবারে। সংগঠিত করেছেন নানা অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দু'মাসের মধ্যে ওদের সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ঐ দু'মাস অতিক্রান্ত হবার পর গত ৭ ডিসেম্বর থেকে ওঁরা সিটি সেন্টারের সামনে ফুটপাতে পরিবার পরিজন সহ শান্তিপূর্ণ অবস্থান আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, চাকরি তে পুনর্বহালের দাবিতে। ঘোষণা দিয়েছিলেন সমস্যা নিয়ে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন ২৭ জানুয়ারি। সেই অভিযানকে বানচাল করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্যায় ছিল ভোররাতের তান্ডবলীলা। দ্বিতীয় পর্যায় ছিল আরো বীভৎস, ভীতিপ্রদ, নারকীয়, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী ক্ষমতা মদমত্ততার কদর্য প্রদর্শনী। তাড়া খাওয়া, ভীতবিহ্বল, অসহায় শিক্ষকগণ জড়ো হয়েছিলেন উমাকান্ত স্কুলের সামনের রাস্তায়। পুলিশ বাহিনী সেখানেও ধাওয়া করে জলকামান থেকে অঝোরে জল ছিটিয়ে, মুহূর্মুহু কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে সবশেষে বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে ওঁদের তাড়িয়ে দিতে সক্রিয় হয়। পুলিশ বাহিনীর অতি সক্রিয়তায় আহত হন শতাধিক ছাঁটাই শিক্ষক শিক্ষিকা। তাঁদের চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে নেবার পরও অমানবিকতার শিকার হন।

লেলিয়ে দেওয়া হয় সরকার সমর্থক সাধারণ মানুষকেও। আন্দোলনকারীদের শ্লোগান, বক্তৃতার ফলে তাঁদের নিদ্রা ব্যাঘাতের অভিযোগ প্রশাসনের কাছে নাকি জানান দু'জন মহিলা। যদিও ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় জেলাশাসক সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলেন, এলাকাবাসীর পক্ষে কোন অভিযোগ তিনি পাননি। যদিও মুখ ঢাকা ঐ দুই মহিলার অভিযোগের ভিডিও ভাইরাল হয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষকরা জানান, রাত দশটার পর কোন শব্দবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। সাউন্ড বক্স ব্যবহার করা হয়েছে, মাইক নয়।

আর এই সব দমন পীড়ন, হামলা হুজ্জতি যখন চলছিল তখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী হাস্যমুখে গণ শৌচাগার উদ্বোধনে নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন এবং সামাজিক মাধ্যমে নিজেই সেই ছবি পোস্ট করেন। অথচ সারা দিন ধরে শিক্ষকদের নিগ্রহ সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন।

জনৈক শাসক দলীয় ডাক্তারবাবু বিধায়ক চিকিৎসা না করেই হাসপাতাল থেকে আহতদের বের করে দেবার নিদান দেন। এমনকি আহত শিক্ষিকার মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্ক খুলে নেওয়ার নির্দেশ দেন বলে অভিযোগ। এমন অমানবিক কি করে হয় একজন ডাক্তার? এরকম অভব্য, অমানবিক কাজের তীব্র নিন্দা। একই সঙ্গে দাবি এই শিক্ষকদের পুনর্বহালের। যেসব শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে, তাদের পরিবারের একজনকে ডাই ইন হারনেসে চাকরি দিতে হবে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে নেওয়া মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

রাজ্যের লেখক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, কবি, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী, বিজ্ঞান-স্বাস্থ্য- সামাজিক আন্দোলনের কর্মী, আইনজীবীরা রাস্তায় নেমে সমূহ বর্বরতার প্রতিবাদ। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর নারকীয় দমন পীড়নের তীব্র নিন্দাসহ, নির্বাচনপূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মানবিক দৃষ্টিতে এই ছাঁটাই শিক্ষকদের পুনর্বহালের দাবি জানাচ্ছে। অসহিষ্ণুতার পথ পরিহার করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখা হোক, সর্বাংশের মানুষের জীবন জীবিকার নিশ্চয়তা দিয়ে জনজীবনে স্বস্তি বিধান করা হোক।

ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

দ্বিতীয় পাতার পর

বলেন, রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে বহুবিধ আক্রমণ নেমে আসছে। তাকে মোকাবিলা করতে ছাত্রছাত্রীদের সজাগ করতে হবে। সময়োপযোগী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সকলকে উদ্যোগ নিতে হবে। রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব আলোচনায় তুলে ধরেন, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গভীর সংকটের দিকে নিয়ে যাবে। আরএসএসের গোপন এজেন্ডা শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে শিক্ষানীতি কে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে। এই শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নের সময়ে ধ্বংসাত্মক দিক বেশী করে উন্মোচিত হবে। ভয় কে জয় করে রাস্তায় নামতে হবে। সামনের দিনের লড়াই সাহস নিয়ে লড়তে হবে। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অন্যান্য অংশের মানুষকে এই লড়াইয়ে সামিল করতে হবে। বিভাগীয় সম্পাদক প্রবীর দাসের উত্থাপিত প্রতিবেদনের উপর ১৪জন প্রতিনিধি গঠনমূলক আলোচনা করেন। ৩ টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলন কে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআই বিভাগীয় সম্পাদক দেবাশীষ ধর চৌধুরী ও টিএসইউ বিভাগীয় সম্পাদক রাজেন্দ্র জমাতিয়া। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ৪২ জনের বিভাগীয় কমিটি গঠিত হয়। শামীম আহমেদ ও প্রিতম দাস যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন।

শান্তিরবাজার- গত ১৭ই জানুয়ারি ভারতের ছাত্র ফেডারেশন শান্তিরবাজার বিভাগীয় সম্মেলন বিলোনীয়া করুণা রায় স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব। ৯৩ জন উপস্থিতিতে বিপ্লব মজুমদার ও দেবব্রত দত্ত কে সভাপতিমন্ডলী এবং প্রনব চক্রবর্তী ও দেবাশিস দাস কে পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত করে প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ছাত্রনেতা দেবাশিস দাস। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিভাগীয় সম্পাদক প্রনব চক্রবর্তী। ৯ টি অঞ্চল থেকে ৯ জন প্রতিনিধি এবং শান্তিরবাজার কলেজ থেকে ১ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব এবং সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য সুকান্ত মজুমদার ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন এর রাজ্য নেতৃত্ব আশুতোষ দেবনাথ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ৩৯ জনের কমিটি করা গঠিত হয়েছে। কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি কৌশিক পাটারি এবং সম্পাদক দেবাশিস দাস নির্বাচিত হন।

কৈলাসহর- গত ৭ ফেব্রুয়ারী শহীদ কমরেড অভিমন্যু নগর - কমরেড বিজয় জমাতিয়া মঞ্চে কৈলাসহর টাউন হলে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন অষ্টাদশ কৈলাসহর বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৭টি অঞ্চল থেকে ১৩৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ছাত্র নেতা বিধায়ক মবস্বর আলী। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উত্থাপন করেন বিভাগীয় সম্পাদক ধ্রুব দত্ত। প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ৮ জন প্রতিনিধি। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুলেমান আলী ছাত্রদের ওপর নেমে আসা আক্রমণ মোকাবিলা করতে সময়োপযোগী সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন নতুন ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন, ব্যাপক অংশের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত করে রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভূমিকা নিতে সক্ষম এবং ইস্পাতের মতো সুদৃঢ় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অর্জুন নাথ। সম্মেলন থেকে ৩৭ জনের বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি ধ্রুব দত্ত এবং সম্পাদক রবীন্দ্র নারায়ন দাস নির্বাচিত হন।

আত্মকেন্দ্রিকতা নয়, নিজেকে নিয়ে মশগুল থাকলে হবে না, সমাজের জন্য কাজ করতে হবে নতুন প্রজন্মকে

অধ্যাপক দিগন্ত বসু'রস্মরণে আয়োজিত দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সহায়তাদান অনুষ্ঠানে মানিকসরকার

নিজেকে নিয়ে মশগুল থাকলে চলবে না। আমি আমার জন্য নয়, সমাজের জন্য মানুষের জন্য। আত্মকেন্দ্রিকতা বর্জন করে সমাজের জন্য সমর্পণ করতে হবে নবীন প্রজন্মকে। গত২৪ জানুয়ারি ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে স্টুডেন্ট হেলথ হোমে আয়োজিত অধ্যাপক দিগন্ত বসু'র স্মরণে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা দান অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এ আহবান জানিয়েছেন। মানিক সরকার বলেন,দিগন্ত অসময়ে চলে গেলেন। তাঁর দেওয়ার ছিল অনেক কিছু, দেওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল, যোগ্যতা ছিল। দিগন্ত যে চিন্তা, চেতনা ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত যা সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করত সে ভাবনা তিনি ছাত্রদের মধ্যে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন।

এদিন অধ্যাপক দিগন্ত বসু'র স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৫ জন ছাত্রছাত্রীদের এককালীন পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। আর্থিক সহায়তা প্রাপক ছাত্রছাত্রীরা হলেন কমল সরকার (স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ), প্রণব কর্মকার (বিবিএম কলেজ), নির্মল ভৌমিক (রামঠাকুর কলেজ),অনামিকা ভট্টাচার্য (বিবিএম কলেজ),প্রিতম ঘোষ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজ),মণীশ দাস (রামঠাকুর কলেজ), বয়ার দেববর্মা (ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়),অমিত দেববর্মা (ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়), কৌশিক পাটারি (ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়), সুইটি বেগম (বিবিএম কলেজ) ,আক্রাম হোসেন (এসসিইআরটি) ,কাজল ধানুক (আগরতলা সরকারী আইন কলেজ), নূরনেহেরা খাতুন (বিবিএম কলেজ) ,কোহিনুর বেগম (খুমলুঙ কলেজ), কাকলি দেবনাথ (খুমলুঙ কলেজ)। অনুষ্ঠান শুরুতে প্রয়াত অধ্যাপক দিগন্ত বসু'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন প্রধান অতিথি মানিক সরকারসহ বিজ্ঞানকর্মী ড. মিহিরলালরায়, এস এফ আই রাজ্যসম্পাদক সন্দীপন দেব, প্রয়াত অধ্যাপকের স্ত্রী ছন্দা দেবনাথ , স্টুডেন্ট হেলথ হোমের সম্পাদক ডাঃ ইন্দ্রজিৎ পাল। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান কর্মী ড. মিহিরলালরায়।

মানিক সরকার বলেন, দিগন্ত বসু সুশিক্ষক হিসেবে সফল ছিলেন। তিনি সৎ, বিনয়ী ও সাহসী মানুষ ছিলেন। ছাত্র- শিক্ষকের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং পিতা পুত্রের সম্পর্ক রাখতে হয়। তিনি দুটি সম্পর্কই নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন গনতান্ত্রিক আন্দোলন নিয়ে যারা লেখা লিখি করেন, চর্চা করেন ।তারা অবশ্যই জানবেন সত্তরের দশকে কল্যাণপুরের ঘটনা। যেটি রাজ্যে গনতান্ত্রিক আন্দোলন বিকশিত করতে একটি উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সেই ছাত্র আন্দোলন শিক্ষকদের সহায়তা ছাড়া ছাত্রদের একার পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হতো না। শিক্ষকদের সেই সাহস পুনরায় দেখাতে হবে।

মানিক সরকার বলেন, বাবা-মায়েরা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা ছাত্রদের শুধু ক্লাসে পাঠ দান,নির্ধারিত বিষয় ঘড়ি দেখে পড়িয়ে নেওয়া, শুধু পরীক্ষায় পাশের জন্য ছাত্রছাত্রীদের তৈরি না করে সমাজে পথ দেখাবার জন্য ছেলে মেয়েদের তৈরি করতে হবে। সেই দায়িত্ব পালন না করতে পারলে শিক্ষক জীবন পুরোপুরি সার্থক হবে না।। সেটা অর্ধ দায়িত্ব পালন করা হবে। তিনি বলেন , দিগন্ত বসু ছাত্র জীবন থেকে একটা মতাদর্শের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস নিয়ে কাজ করেছিলেন। সেটা হচ্ছে একটা নতুন সমাজ। যেখানে অনাহার থাকবে না, অশিক্ষা থাকবেনা, অনাথ থাকবেনা, বেকারি থাকবেনা, গৃহহীন থাকবেনা, সকলের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে , সকলের সমান অধিকার থাকবে। এ রকম একটা সমাজ ব্যবস্থার জন্য ছাত্র জীবন থেকে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন এবং অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেই ভাবনাটা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মানিক সরকার বলেন,স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন তাকেই জীবিত বলে মনে হবে যে নিজের জন্য না ভেবে অন্যের জন্য ভাবে। আর যারা নিজের জন্য ভাবে তারা জীবিত থাকলে ও জীবন্মৃত মনে করলে ভুল হবে না। ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা করা, বই কিনতে সাহায্য করা ।যারা পেলেন তারা তাতে সন্তুষ্ট থাকা, যারা সাহায্য করলেন শুধু তাদের প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সমস্ত বিষয় শেষ হয়ে চলবে না। আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে নিজেকে সমাজের জন্য এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেটা আদর্শের লড়াই, নীতির লড়াই, সমাজ পরিবর্তনের লড়াই ছাড়া সম্ভব পর নয়।

পরিবারিক আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, ওনার প্রিয়জনেরা, ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। মানিক সরকার বলেন, এরকম কর্মসূচি প্রতিবছর দিগন্ত বসু'র জন্মদিনে বেছে নিতে। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বিজ্ঞান কর্মী মিহিরলাল রায়সহ এস এফ আই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব এবং দিগন্ত বসু'র সহধর্মিণী ছন্দা দেবনাথ বক্তব্য রেখেছেন।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশি দমনপীড়ন

রাজ্যের চাকুরীচ্যুত ১০৩২৩ জন শিক্ষকদের সংগঠনগুলোর সম্মিলিত মঞ্চ জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে গত ৭ই ডিসেম্বর ২০২০ থেকে নিজেদের পুননিযুক্তির দাবীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য গণ অবস্থান সংঘটিত করছিল। নির্দিষ্ট এই দাবীতে তীব্র শীত উপেক্ষা করে অসহ্য যন্ত্রণা ও কষ্ট নিয়ে রাজপথের ধারে শিক্ষকদের অবস্থান শান্তিপূর্ণ অবস্থান চলছিল। রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণের সমর্থনে শিক্ষকদের আন্দোলন ক্রমশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ইতিপূর্বে এই সংগঠনগুলোর নেতৃত্বের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের পুননিযুক্তির কোনো উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেনি। শিক্ষক শিক্ষিকারা বাধ্য হয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন গড়ে তুলেন। গত ২৭শে জানুয়ারী চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক কায়দায় রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসকের পুলিশ শিক্ষক আন্দোলনের উপর নামিয়ে আনে পৈশাচিক বর্বরতা। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয় বহু শিক্ষক শিক্ষিকা। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি ও উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন ,কেন্দ্রীয় কমিটি"র তরফে প্রচারিত একটি যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে - 'রাজ্যের চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকাদের শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের নির্দেশে পুলিশ যে ভয়াবহ আক্রমণ সংঘটিত করেছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি ও উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কণ্ঠরোধ করতে পুলিশ যেভাবে এদিন বর্বরতা নামিয়ে এনেছে তা একধরনের নজীরবিহীন বিভৎস ঘটনা। শাসকের এই স্বৈরাচারী মনোভাব কে আমাদের দুটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। চাকরিচ্যুতি এই শিক্ষকদের পুনঃ নিযুক্তির জন্য সরকারের তরফে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি করছি।'

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ইতিপূর্বেও দাবী করেছে, রাজ্যের পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার যে ১৩০০০ অশিক্ষক পদ তৈরী করেছিল তা পুনরুজ্জীবিত করে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষে সম্পাদক সন্দীপন দেব কর্তৃক প্রকাশিত ও ত্রিপুরা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, মেলারমাঠ, আগরতলা থেকে মুদ্রিত। মোঃ ৯৪৩৬৭১৬০৯৯